শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ইউপি-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০১৭.২৭.০০৩.২০২০- ৮২৮

তারিখ: ২৫ আশ্বিন, ১৪২৮ / ১০ অক্টোবর, ২০২১

বিষয় : দেশে কোভিড-১৯ অতিমারীকালীন বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পাওয়া সংক্রান্তে বিশেষ প্রতিবেদন।

সূত্র: জননিরাপত্তা বিভাগ, রাজনৈতিক অধিশাখা-২ এর স্মারক নং-৭২৫, তারিখ: ১৪/০৯/২০২১ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে, জননিরাপত্তা বিভাগ, রাজনৈতিক অধিশাখা-২ হতে দেশে কোভিড-১৯ অতিমারীকালীন বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পাওয়া সংক্রান্তে বিশেষ প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

১০/১০/২১

(মো: আবুজাফর রিপন পিএএ)
উপসচিব
ফোন: ০২২২৩৩৫৩৩৯৪
Email : Up1lgd@gmail.com

জেলা প্রশাসক (সকল)
----------জেলা।

অনুলিপি: (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে)

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। উপপরিচালক স্থানীয় সরকার (সকল) ----------জেলা।
৩ সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)----------উপজেলা----------জেলা।
৫। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
রাজনৈতিক অধিশাখা-২
www.mhapsd.gov.bd

স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৭৫.১৬.০০৪ (৪).২০২০.৭২৫

তারিখ ৩০ ভাদ্র ১৪২৮ / ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১

বিষয় ঃ দেশে কোভিড-১৯ অতিমারীকালীন বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পাওয়া সংক্রান্তে বিশেষ প্রতিবেদন।

সূত্র ঃ পুলিশ অধিদপ্তর এর স্মারক নং-২৪২২, তারিখ- ০১/০৭/২০২১।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকে প্রাপ্ত গোপনীয় প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলোঃ

"(১) বাল্যবিবাহ বন্ধে সম্মিলিতভাবে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি ইউএনও, জনপ্রতিনিধি, মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক, অভিভাবক সর্বোপরি সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে সচেতনাতামূলক সভা, সমাবেশ, র‍্যালি ইত্যাদির আয়োজন করা।"

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(জুবাইদা মান্নান)
উপসচিব
ফোন ঃ ৯৫৭৪৫২৩
ইমেইলঃ pol2@mhapsd.gov.bd

বিতরণ ঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)-

১। সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
সিনিয়র সচিবের দপ্তর

সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দপ্তর
ডাইরী নং ৬৮৫
তাং ২৭/৭/২১

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
পুলিশ হবে জনতার

গোপনীয়

বিশেষ বাহক মারফত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
ঢাকা

স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.০১৯.৯৭.০০১.২১-২০২২

তারিখ ঃ ০১/০৭/২০২১খ্রি.

বিষয় ঃ দেশে কোভিড-১৯ অতিমারিকালীন বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পাওয়া সংক্রান্তে বিশেষ প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রাপ্ত বিশেষ প্রতিবেদনের উদ্ধৃতাংশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে প্রেরণের লক্ষ্যে এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০১/০৭/২১

সংযুক্তি- ০৩ পাতা

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহীল বাকী
বিপি নং-৭৫০১০২০৮৮২
অ্যাডিশনাল ডিআইজি (কনফিডেন্সিয়াল)
পক্ষে/ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
Email-addldigcon@police.gov.bd
ফোন ঃ ০২-২২৩৩৮৩২৩৫, ফ্যাক্স ঃ ০২-৫৫১০১৬০৭

সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয় ঃ দেশে কোভিড-১৯ অতিমারিকালীন বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পাওয়া সংক্রান্তে বিশেষ প্রতিবেদন।

ক। ভূমিকা ঃ

নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার বাল্যবিবাহ নিরোধ। বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি ও মানবাধিকার লঙ্ঘন। সর্বজনীন মানবাধিকারের সনদ ১৯৪৮ এ বিবাহের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায়, পূর্ণ সম্মতি দানের অধিকারকে স্বীকার করে বলা হয়েছে যে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যক্তিকে অবশ্যই মানসিকভাবে পরিপক্ক হতে হবে। ২০১৫ খ্রি. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (Sustainable Development Goal) ২০৩০ খ্রি. মধ্যে সারা পৃথিবী থেকে বাল্যবিবাহ নির্মূলের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ ২০১৪ খ্রি. যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত World Girls' Summit অনুসারে ২০৪১ খ্রি. মধ্যে দেশে বাল্যবিবাহ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম দশটি বাল্যবিবাহ সমস্যা সংকুল দেশের একটি এবং দক্ষিণ এশিয়ায় বাল্যবিবাহের উচ্চহারে এক নম্বর দেশ। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুযায়ী অপ্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ ২১ (একুশ) বছরের কম বয়স্ক ছেলে এবং ১৮ (আঠারো) বছরের কম বয়স্ক মেয়ের মধ্যে বিয়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও দারিদ্র, যৌতুক প্রথা, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার অসহায়ত্ব, নিরক্ষরতা, ধর্মীয় ও সামাজিক চাপ, অঞ্চলভিত্তিক রীতি, কুসংস্কার, লিঙ্গ বৈষম্য ও মেয়ে শিশুর নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি নানা কারণে দেশে বাল্যবিবাহ ঘটে থাকে। তবে বর্তমানে দেশে কোভিড-১৯ পরিস্থিতে বাল্যবিবাহের সংখ্যা উদ্বেগজনকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সামাজিক অস্থিরতা, পারিবারিক অশান্তি, আত্মহত্যা ও খুনের মত ঘটনাও ঘটছে যা নিয়ন্ত্রণে অনতিবিলম্বে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করার কোন বিকল্প নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

খ। পর্যবেক্ষণ ঃ

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের চিত্র ঃ

সাল	বাল্যবিবাহের হার (১৮ বছরের পূর্বে)
২০০৪	৬৯%
২০০৭	৬৬%
২০১১	৬৫%
২০১৪	৫৯%
২০১৭-২০১৮	৬০%
২০১৯	৫১%

সূত্রঃ Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS)

তুলনামূলক কম বাল্যবিবাহ হয় এমন জেলাসমূহ		তুলনামূলক বেশি বাল্যবিবাহ হয় এমন জেলাসমূহ	
জেলা	বাল্যবিবাহের শতকতা হার (%)	জেলা	বাল্যবিবাহের শতকতা হার (%)
সিলেট	১৩.৫	মেহেরপুর	৫৩.৭
মৌলভীবাজার	১৫.৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪৮.০
সুনামগঞ্জ	১৬.৪	কুড়িগ্রাম	৪৭.৮
চট্টগ্রাম	১৮.৪	চুয়াডাঙ্গা	৪৬.৭
হবিগঞ্জ	২০.৫	বগুড়া	৪৬.৪

সূত্রঃ বাংলাদেশ পরিংখ্যান ব্যুরো, Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) এবং ইউনিসেফ, ২০১৭

(১) করোনাকালীন বাল্যবিবাহ বৃদ্ধির চিত্র ঃ

- সম্প্রতি Gender Justice and Diversity Division, BRAC এর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে জরিপকৃত কিছু এলাকায় করোনাকালীন বাল্যবিবাহ ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা গত ২৫ বছরে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের সর্বোচ্চ হার।
- UNFPA, UNICEF ও Plan International এর সহযোগিতায় বেসরকারি সংস্থা মানুষের জন্য ফ্রাউন্ডেশন পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় যে, ২০২০ খ্রি. মার্চে কোভিড-১৯ শুরুর পর করোনায় প্রথম সাত মাসে দেশের ২১ জেলায় প্রায় ১৪ হাজার বাল্যবিবাহ সংঘটিত হয়েছে, যা অন্যান্য সময়ের তুলনায় অনেক বেশি।
- সমাজ সেবা অধিদপ্তরের একটি প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত Child Helpline-1098 এর তথ্য মতে করোনাকালীন বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত ফোনকলের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- দেশের চরাঞ্চল, উপকূলীয় এবং দারিদ্র পীড়িত ও প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে করোনাকালীন বাল্যবিবাহের হার ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) করোনাকালীন বাল্যবিবাহ বৃদ্ধির কারণ ঃ

- দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় গ্রামীণ পরিবারগুলোতে এক ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। সন্তানের শিক্ষাজীবন প্রলম্বিত না করতে এবং ভারমুক্ত ও নিশ্চিন্ত থাকতে অনেক অভিভাবকই মেয়ের বাল্যবিবাহ দিতে কুণ্ঠাবোধ করছেন না।
- করোনা অতিমারিকালীন বিভিন্ন দেশে কর্মরত অভিবাসী শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ দেশে ফিরেছেন। কিন্তু ফিরতি ফ্লাইট শিডিউল, ভিসা ও কোয়ারেন্টাইন জটিলতায় তাদের কর্মক্ষেত্রে ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে। সামাজিক বাস্তবতায় প্রবাসে শ্রমজীবী এসব মানুষের নিজ গ্রামীণ সমাজে বেশ সমাদর থাকায় অনেক অভিভাবক তাদের সঙ্গে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের বিয়ে দেওয়াকে সুযোগ হিসেবেই দেখছেন।
- করোনায় অনেক পরিবার মেয়েদেরকে বোঝা হিসেবেই দেখছেন। করোনায় অনেকের আয়ের উৎস সংকুচিত বা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং এই আর্থিক সংকট দীর্ঘায়িত হতে পারে এমন আশঙ্কায় তারা তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বিয়ে দিয়ে পরিবারের আর্থিক বোঝাতে কমাতে চাইছেন।
- করোনায় জনসমাগম করে বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা থাকায় অনেকেই অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে ও সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করছেন। ফলে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রশাসনের নজরদারি এড়ানো সম্ভব হচ্ছে।
- করোনাকালীন লকডাউনে নিকটাত্মীয় দ্বারা মেয়েশিশুদের যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার বিভিন চিত্র সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় উঠে এসেছে। এমন বাস্তবতায় গবেষকরা এটিকেও বাল্যবিবাহ বৃদ্ধির একটি কারণ হিসেবে দেখছেন।
- দেশের বিভিন্ন এলাকায় লকডাউন এর কারণে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যক্রম শ্লথ হয়ে পড়ায় বা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাল্যবিবাহ বেড়েই চলেছে।

গ। সুপারিশ ঃ

- বাল্যবিবাহ বন্ধে সম্মিলিতভাবে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি ইউএনও, জনপ্রতিনিধি, মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক, অভিভাবক সর্বোপরি সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে সচেতনতামূলক সভা, সমাবেশ, র‍্যালি ইত্যাদির আয়োজন করা;
- বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে জনগণকে সচেতন করতে হবে;
- বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত যেকোন সংবাদ তাৎক্ষণিকভাবে ৯৯৯, ৩৩৩ অথবা ১০৯৮ নম্বরে জানানোর জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে;

- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ এর কঠোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে;
- মেয়েদের পারিবারিক ও সামাজিক সুরক্ষা বাড়াতে হবে। ইভটিজিং, যৌন হয়রানি প্রভৃতি বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
- মেয়ে শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ নিশ্চিত করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হলে ঝরে পড়া শিশুদের স্কুলে ফিরিয়ে আনা এবং বাল্যবিবাহ যেন না হয় সে লক্ষ্যে জাতীয়ভাবে প্রচারণা চালানো;
- বাল্যবিবাহপ্রবণ জেলাগুলোকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে;
- মাধ্যমিক স্তরের সিলেবাসে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;
- নিম্নআয়ের পরিবারগুলোকে করোনাকালীন বিশেষ আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে যাতে সন্তানদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত না হয় এবং যাতে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ের মাধ্যমে অভিভাবকগণ সাংসারিক ব্যয় কমানোর উদ্যোগী না হন;
- স্বল্প শিক্ষিত, দরিদ্র ও অসহায় নারীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ ও আইটি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রাখা;
- আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ বিভিন্ন সেবাদানকারীদের সংবেদনশীল আচরণ নিশ্চিত করা;
- ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম ও বিট পুলিশিং কে শক্তিশালী করা;
- বাল্যবিবাহ বন্ধের কার্যক্রমে ইমামসহ ধর্মীয় নেতাদের অংশগ্রহণ বাড়ানো যেতে পারে;
- নিয়মিত উঠান বৈঠক আয়োজন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা;
- সরকারি নিবন্ধনপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত বিবাহ পড়ানো যে আইনত অবৈধ তা ব্যাপকভাবে প্রচার করা;
- সকল বিয়ের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন নিশ্চিত করতে হবে।